এ সময়ে চাষি ভাইদের জন্য আশু করণীয়

- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে সম্প্রতি (১৯-২০ জানুয়ারি ২০১৬) কম-বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এ বৃষ্টির প্রভাবে ফুল ফোটা অবস্থায় (খেসারি, মসুর, সরিষা) যে সব ফসল আছে সেগুলোর কিছু ক্ষতি হলেও ফল-ফলাদিসহ অন্যান্য সব ফসলেই এ বৃষ্টি অতি অনুকূল প্রভাব ফেলেছে;
- বিশেষ করে বৃষ্টির প্রভাবে ফল গাছ ও শস্যের পাতায় জমে থাকা ধূলা-বালি সব ধুয়ে যাওয়ায় গাছের পাতার খাদ্য তৈরি ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- বৃষ্টি ও কুয়াশার প্রভাবে আম ও অন্য ফসলে কোন কোন ছত্রাকের আক্রমণ বিস্তারের যথেষ্ট আশংকা আছে। এ জন্য অনতিবিলম্বে আম গাছে ইমিডাক্লোরোপাইড দলীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিলিটার, ডেসিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার এবং সানোকসানিল ২ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে গাছ ভালোভাবে স্প্রে করা হলে এ সময়ের পোকা ও ছত্রাকের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করা যাবে;
- এ সময় কোন মতেই আম, লিচু গাছের গোড়া কোপানো, সার ও সেচ দেয়া যাবে না;
- আলু ও টমেটো ফসলে লেট ব্লাইট ও অন্য রোগের আক্রমণ সম্ভাবনা খুব বেশি। এ জন্য ৭ দিনের ব্যবধানে ২ বার প্রতি লিটার পানিতে ২-২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব দলীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে এ ফসল দু'টি ভালোভাবে স্প্রে করার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে নিতে হবে;
- সরিষা, মসুর ও খেসারি ফসলে এ বৃষ্টি ও কুয়াশার প্রভাবে কিছু রোগের আক্রমণ বাড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এ জন্য অনতিবিলম্বে ইক্রোজিম (কার্বোন্ডাজিম+ম্যানকোজেব মিশ্রণ) নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিনের ব্যবধানে দু'বার এ সব ফসলে স্প্রে করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(মো. হামিদুর রহমান)
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ফোন-৯১৪০৮৫৭